অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায়- ধারা এ্যাড

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
০১ জুন ২০১০

বাণী

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা-২০১০ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের একটি বড় সমস্যা। প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থা রক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত হুমকি মোকাবেলায় বনায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ও বনায়নের মাধ্যমে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাব উপশম করতে পারি। তিন মাসব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা-২০১০ এর প্রতিপাদ্য 'সবুজ নগর সবুজ দেশ, বদলে দেবে বাংলাদেশ' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। সবুজ দেশ গড়ার এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি দেশবাসীকে আহ্বান জানাই। সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে যারা 'প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার-২০০৯' পেয়েছেন, আমি তাদের অভিনন্দন জানাই।

আমি 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা-২০১০' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

প্রতিমন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
০১ জুন ২০১০

বাণী

বৃক্ষ মানুষের পরম বন্ধু। প্রকৃতি ও পরিবেশকে স্থিতিস্থাপক রেখে ধরণীকে বাসযোগ্য রাখার অন্যতম উপাদান হল বৃক্ষ। প্রাণীকূলের জীবন ধারণের জন্য অক্সিজেন ও পানি অপরিহার্য। ভূগর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ ও ভূ-পৃষ্ঠের পানি প্রবাহ অক্ষুন্ন রেখে বৃক্ষ মানুষের জন্য পানি সরবরাহ নিশ্চিত করে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে বৃক্ষ আমাদের বাঁচার জন্য অক্সিজেন দেয়। জলবায়ু পরিবর্তন উপশমে বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এতদসত্ত্বেও, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে পৃথিবীর অনেক বৃক্ষ, বনাঞ্চল, এবং জীব বৈচিত্র হ্রাস পাচ্ছে। ইতোমধ্যে আমাদের প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্রের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বনাঞ্চল ও বৃক্ষরাজি। এ মুহূর্তে আমাদের যা করণীয় তা হলো ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে একটি সুষম সবুজ আচ্ছাদন গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে প্রচলিত প্রজাতির পাশাপাশি অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণে দল ও মত নির্বিশেষে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়ার জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরী প্রভাবের শিকার বাংলাদেশ। সিডর ও আইলার মত মারাত্মক সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের উকূলীয় অঞ্চলে মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় উপকূলীয় অঞ্চলে অধিক হারে বৃক্ষরোপণ প্রয়োজন।

প্রান্তিক ভূমি ও উপকূলীয় এলাকার জেগে উঠা চর ভূমিতে ব্যাপকহারে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য আমাদের গণতান্ত্রিক সরকার জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে। ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ বনায়ন ও সুষ্ঠ সংরক্ষণে ব্যবহার করে বায়ুমন্ডলের কার্বন অপসারণের মাধ্যমে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব প্রশমনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী বনাঞ্চল বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ বনজ সম্পদের ভান্ডার ও জীববৈচিত্রের আধার। জনগণের অংশগ্রহণে এ মূল্যবান বনাঞ্চল সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আমি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের প্রতি আহ্বান জানাই।

এ বৎসরের জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা ২০১০ এর মূল প্রতিপাদ্য "সবুজ নগর সবুজ দেশ বদলে দেবে বাংলাদেশ"। এ থিমকে সামনে রেখে ১ জুন ২০১০ থেকে সারা দেশে তিন মাস ব্যাপী জাতীয় বৃক্ষ রোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা ২০১০ অনুষ্ঠিত হবে। আমি আশাকরি জনগণ মেলা হতে চারা সংগ্রহ ও অভিজ্ঞতা আদান প্রদানের সুযোগ পাবেন যা বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে আরও সফল করে তুলবে।

বৃক্ষরোপণে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ যাঁরা বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০০৯ বিজয়ী হয়েছেন, তাঁদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই। এছাড়া সামাজিক বনায়নে যাঁরা লভ্যাংশের অর্থ পাচ্ছেন তাঁদেরকেও অভিনন্দন জানাই।

আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা ২০১০-এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. হাছান মাহমুদ এম.পি

জলবায়ু পরিবর্তন, REDD এবং বাংলাদেশ

মোঃ আব্দুল মোতালেব
প্রধান বন সংরক্ষক
বাংলাদেশ।

বিভিন্ন কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণ। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তঃসরকার কমিটি (Intergovernmental Panel on Climate Change)-র চতুর্থ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে যে, বিশ্বের মোট গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণের প্রায় ১৭% আসে বন ধ্বংসের কারণে যা Energy Sector এর পর দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস। অনেক উন্নয়নশীল দেশ বন ধ্বংস, বনের অবনতি, বনের আগুন এবং জুম চাষের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে বেশী বেশী কার্বন-ডাই-অক্সাইড- নির্গমন করে থাকে। স্থানভেদে বন ধ্বংসের কারণে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যার মধ্যে বনের অব্যবস্থাপনা, বনের আগুন, অতি মাত্রায় গো-চারণ, জ্বালানীকাঠ ও অপ্রধান বনজ দ্রব্য আহরণ, অবৈধভাবে কাষ্ঠ আহরণ, পোকা এবং রোগ-বালাই এর আক্রমণ অন্যতম। জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ, বনজ দ্রব্যের উৎপাদন, মৃত্তিকা এবং পানি সংরক্ষণ এবং স্থানীয় জনগণের জীবন-জীবিকা মারাত্মকভাবে ব্যহত হয় বন ধ্বংস ও বনের অবনতির কারণে।

বন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশের কোটি কোটি লোক জীবন-জীবিকার জন্য বনের উপর নির্ভরশীল। একই সম্পদ যখন প্রকৃতি ও জীবজগতের জন্য অনন্য ভূমিকা রাখে তখন তার উপর চাপ থাকে অত্যধিক। সংগত কারণেই তার ব্যবস্থাপনা হওয়া উচিত উন্নতমানের এবং নতুন আংগিকে। বনের কাঠ কর্তন/ আহরণের মাধ্যমে যে আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায় তা যদি কাঠ কর্তন/ আহরণ ব্যতিরেকেই অর্জন করা যায় তাহলে কোন বন বিনষ্ট হবে? কেন সবাই বনকে রক্ষা করবেনা? বনকে না কেটে সংরক্ষণের মাধ্যমে বন থেকে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির একটি নতুন পদ্ধতি হল REED। Reducign Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিঘাত উপশম ও অভিযোজন এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে টেকসই বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নতুন অর্থনৈতিক স্রোতধারার ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত ভূমিকা পালন করতে পারে। REDD প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে কার্বন নিঃসরণ কমানো, উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং স্থানীয় জনগণের জীবন-জীবিকার উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। এ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ (G8, UN General Assembly) সমর্থন জানিয়েছেন এবং UNFCCC-এর Bali Action Plan-এ তা গৃহীত হয়েছে। Bali Action Plan এ ২০১২ সালের পর উন্নয়নশীল দেশসমূহে বন-নির্ভর জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিঘাত উপশমে আর্থিক প্রণোদনা প্রদানসহ REDD আলোচনার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মধ্যে কার্যকরণ নির্ধারণ এবং বন ধ্বংসের কারণ চিহ্নিত করতঃ তা প্রশমনের উপায় নির্ধারণের বিষয়ে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।

REDD প্রস্তুতিমূলক কাজ ঃ

জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের সাথে REDD প্রক্রিয়া কিভাবে সমন্বিত হবে, জাতীয় REDD কর্মসূচীর সাথে Design

Monitoring ও মূল্যায়নে স্থানীয় জনগণ কিভাবে সম্পৃক্ত হবে, REDD কর্মসূচীতে অর্থায়ন কিভাবে হবে ইত্যাদি বিষয় অমিমাংসিত থাকলেও সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন ২০১২ পরবর্তী সময়ে REDD বিষয়ে এক Climate Agreement স্বাক্ষরিত হবে। ভবিষ্যতের REDD কর্মসূচীতে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অংশগ্রহণে সহায়তা করণের লক্ষে জাতিসংঘ UN-REDD Programme সৃষ্টি করেছে। এ লক্ষে UN-REDD Programme একটি UN-REDD Programme Rules of Procedure and Operational Guidance প্রণয়ন করেছে। REDD কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে কিছু প্রস্তুতিমূলক কাজ করা প্রয়োজন। এ প্রস্তুতিমূলক কাজের অংশ হিসেবে UN-Resident Co-ordinator, জাতীয় সরকারের প্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধি সমন্বয়ে National UN Joint Programmes গঠন করতে হবে এবং একটি REDD-Steering কমিটি গঠন করতে হবে এছাড়াও REDD প্রস্তুতিমূলক কাজের অংশ হিসেবে নিম্নবর্ণিত কাজগুলি করা প্রয়োজন।

- UNFCCC এর নির্দেশিকা অনুযায়ী কোন বনের ঐতিহাসিক কার্বন নিঃসরণের হার নির্ধারণ।
- জাতীয় বন ব্যবস্থাপনা ও কার্বন পরিবীক্ষণ নির্দেশিকা প্রণয়ন।
- জাতীয় বন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন তৈরী নিশ্চিত করণ।
- যাচাই করণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করণ।
- IPCC নির্দেশিকা অনুযায়ী বন হতে কার্বন নিঃসরণের হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ।
- REDD পরিবীক্ষণ কৌশল নির্ধারণ।
- Remote sensing, forest resource assessment, carbo and co-benefits inventory, assessing forest soil organic mater carbon pool বিষয়ে জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।

REDD কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে সকল সুবিধাভোগীদের একত্রিকরণ ও তাদের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত উদ্যোগও গ্রহণ করা প্রয়োজন ঃ

- স্থানীয় সুবিধাভোগী ও যোগাযোগের মাধ্যম নিশ্চিত করণ।
- সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা, সচেতনতা সৃষ্টি, ঐতিহ্যগত অধিকার বিষয়ে আলোচনা।
- REDD সম্পর্কিত আর্থিক সুবিধা বন-বাসী সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণের কাঠামো তৈরীকরণ।
- REDD বাস্তবায়নের নিমিত্তে স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা চিহ্নিতকরণ।
- সরকারী কর্ম-উদ্যোগ ও জাতীয় সমর্থন এর ভিত্তি তৈরী করা।

জাতীয় REDD কৌশল নির্ধারণঃ

সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে REDD কৌশলকে সমন্বিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যাতে করে সরকারের অন্যান্য অগ্রাধিকার কর্মসূচী যেমন দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, মানবাধিকার ইত্যাদির সাথে কার্বন আবদ্ধকরণ কর্মসূচীর কোন সংঘাত সৃষ্টি না হয়। জাতীয় REDD কৌশল নির্ধারণের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

- বন ধ্বংসের কারণ চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করণ।
- বন ধ্বংসের নিয়ামকসমূহের এবং সুবিধাভোগীদের Opportunity Cost নির্ধারণ
- কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত Co-benefits গুলি নির্ধারণ ও মূল্যায়ন।
- REDD কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।
- REDD delivery risk management কৌশল নির্ধারণ।

REDD তথ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

REDD সম্পর্কিত কাজগুলি কোন দেশের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী অঙ্গীকার। উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য দীর্ঘমেয়াদী তথ্য ব্যবস্থাপনা অনেক সময় প্রতিষ্ঠানিক ও আর্থিক দুর্বলতার কারণে বাধাগ্রস্থ হয়। এ ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য FAO, DNEP ও UNDP অংশগ্রহণকারী দেশসমূহকে সহায়তা করার জন্য অংগিকারাবদ্ধ। সে ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহকে নিম্নবর্ণিত ভূমিকা পালন করতে হবে।

- দীর্ঘমেয়াদী তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করা ।
- নির্দেশিকার আলোকে ব্যবহারকারীকে তথ্য/তথ্যসমূহ সরবরাহ করা।
- ভূমি ব্যবহার ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার বর্তমান অবস্থা, পরিবর্তন এবং গতিধারা সম্পর্কে বিশ্ব তথ্য ভাণ্ডারে হালনাগাদ প্রতিবেদন পেশ করা।

বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা ঃ

বিগত কয়েক বছর যাবৎ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে REDD বিষয়ে আলোচনা হলেও এখন পর্যন্ত বিশ্ব নেতৃবৃন্দ REDD Mechanism সম্পর্কিত জলবায়ু চুক্তিতে পৌছাতে পারে নাই। আশা করা যায় ২০১২ সালের পূর্বেই এ বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। UN-REDD Programme- এ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে UN-REDD Programme Secretariat- এর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। বিষয়টি UN-REDD Programme- Policy Board এর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে। তাছাড়া সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে National Programmes (NJPs) ও National REDD Steering committee গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে USAID ও US Forest Service এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় বন বিভাগ REDD কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের নিমিত্তে সুন্দরবন ও অন্যান্য ৮টি REDD Protected Area তে Carbon Inventory এর কাজ শুরু করেছে।

আন্তর্জাতিকভাবে ২০১২ পরবর্তী সময়ে REDD কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণের নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকার প্রাক-প্রস্তুতিমূলক সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং বিশ্ব জরবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে Carbon financing বনজীবী জনগণের জীবনমানে নূতন ধারার প্রবর্তন করবে বলে আশা করছি।

সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের সে লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
০১ জুন ২০১০

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ১লা জুন থেকে সারাদেশে তিন মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা ২০১০ শুরু হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি আজ মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন। ব্যাপকহারে গাছপালা রোপণ ও বিদ্যমান বনাঞ্চল সংরক্ষণ করে প্রকৃতিতে ভারসাম্য আনায়নের মাধ্যমে আমরা এ ঝুঁকি কমাতে পারি। পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণেও বৃক্ষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশ বান্ধব একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে এবারের বৃক্ষরোপণ আন্দোলনের প্রতিপাদ্য 'সবুজ নগর সবুজ দেশ, বদলে দেবে বাংলাদেশ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আসন্ন বর্ষা মৌসুমে দেশের সকল গ্রাম ও নগরে পতিত জমি, পুকুর, খাল-বিল এবং রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে সবুজ আচ্ছাদন গড়ে তোলার জন্য আমি আপামর জনগণের প্রতি আহ্বান জানাই।

বৃক্ষরোপণ আন্দোলনের অংশ হিসেবে সারাদেশের বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হয়েছে। আমি আশাকরি জনগণ এসব মেলা থেকে চারা সংগ্রহ করে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে দেশকে সবুজ শ্যামলিমায় ভরে তুলবেন।

আমি জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা ২০১০-এর সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
০১ জুন ২০১০

বাণী

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পরিবর্তিত জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব রোধ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বৃক্ষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃক্ষরাজি আমাদের জীবন জীবিকার মূল আধার। তাই আমাদের বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

বর্ধিত জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে অধিক হারে বনজ সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের ফলে বিশ্বে অনেক বনাঞ্চল উজাড় হয়ে গেছে। কৃষি জমির সম্প্রসারণ ও বসতি স্থাপনের ফলে দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে বনাঞ্চল। গাছপালা কর্তন ও বনাঞ্চল হ্রাসের কারণে পৃথিবী হতে ২০% গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরিত হয়ে সারা বিশ্বে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়ে জলবায়ু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ সাম্প্রতিক কালে পরিবর্তিত জলবায়ুর কারণে সিডর ও আইলার মত মারাত্মক সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের শিকার হয়েছে। এতে উপকূলীয় এলাকায় জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বর্তমান সরকার জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড এর সহায়তার নতুন জেগে উঠা চর, উপকূলীয় বাঁধ, বসতবাড়ী, প্রতিষ্ঠান, পতিত ভূমি, রাস্তাঘাট ও প্রান্তিক ভূমিতে ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রম সফল ভাবে বাস্তবায়িত হলে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দূর্যোগ হ্রাস পাবে বলে আমি মনে করি।

এবারের বৃক্ষরোপণ আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য **"সবুজ নগর সবুজ দেশ, বদলে দেবে বাংলাদেশ"** নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ও দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি দৃষ্টিনন্দন গ্রাম ও নগরের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা দেশে ব্যাপকভিত্তিক বনায়ন করা প্রয়োজন।

১৯৯২ সালে বিশ্ব ধরিত্রী ও জলবায়ু সম্মেলনের পর থেকে বর্তমান বিশ্বে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী-বৈচিত্র সুরক্ষার পাশাপাশি জীব-বৈচিত্র বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিক প্রজাতির বৃক্ষরোপণের জন্য আমি আবেদন জানাই।

দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমকে আরোও বেগবান করা প্রয়োজন। তাই বৃক্ষরোপণ আন্দোলনের অংশ হিসেবে চারা সহজলভ্য ও বৃক্ষরোপণের আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়ের জন্য সরকার সারা দেশে বিভাগ, জেলা এবং উপজেলায় বৃক্ষমেলার আয়োজন করেছে। এ মেলা হতে উন্নত প্রজাতির চারা সংগ্রহ করে বৃক্ষরোপণে এগিয়ে আসার জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বৃক্ষরোপণে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য যাঁরা "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার-২০০৯" বিজয়ী হয়েছেন এবং অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক বনায়নে যারা লভ্যাংশের চেক পাচ্ছেন আমি তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাই। সাথে সাথে আমি অভিনন্দন জানাই সে সব বিজয়ী ব্যক্তিবর্গদের যারা বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে দীর্ঘদিন নিবেদিত ছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে "বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন" লাভ করেছেন।

জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা-২০১০ সফল ও সার্থক হোক কামনা করি।

ড. মিহির কান্তি মজুমদার